দৈনিক সংবাদ

22

তারিখ NOV - 1 0 1999
পৃঃ 9 কলাম ৫

এইচএসসি'র চলতি শিক্ষাবর্ষ

বৃহত্তর নোয়াখালীতে নকল বাংলা ও ইংরেজি বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে

লক্ষ্মীপুর থেকে মোঃ জাকির হোসেন ঃ বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় চলতি এইচএসসি শিক্ষাবর্ষের নকল বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, নকল সাহিত্য বই ২টি বোর্ডের প্রকাশিত বইয়ের তুলনায় আকারে ছোট এবং দামও কম। বোর্ডের বাংলা সাহিত্য বইয়ের নির্ধারিত মূল্য ৬৫ টাকা, আর বাজারে প্রাপ্য নিউজ প্রিন্টের ছাপা নকল বইয়ের দাম নেয়া হচ্ছে ৪৮ টাকা। অপরদিকে বোর্ডের ইংরেজি সাহিত্য বইয়ের দাম হলো ১৭ টাকা ৩৫ পয়সা, আর নিউজ প্রিন্টের নকল সাহিত্য বই আসল বইয়ের দামে বিক্রি হচ্ছে। নকল বই ২টি সিলেবাস ভিত্তিক পাঠ্যসূচি দিয়ে হুবহু প্রকাশ করা হয়েছে। ২টি বইতে প্রিন্ট অস্পষ্টসহ ব্যাপক ভুলে ভরা।

এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ প্রকাশক নকল বই দুটি বাজারে ছাড়ার কারণে সাধারণ ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা করার জন্য আসল বইয়ের পরিবর্তে নকল বই বেশি বিক্রি করছে। কারণ ভ্যাটবিহীন এসব নকল বই বাজারে ছাড়ার কারণে সাধারণ ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে আসল বইয়ের পরিবর্তে নকল বই বিক্রির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বই ব্যবসায়ীদের হাতে প্রতারিত হচ্ছে এবং অপরদিকে নকল বই বিক্রি করে তারা কালো টাকার মালিক হচ্ছে। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে বোর্ডের প্রকাশিত বাংলা ইংরেজি সাহিত্যের কোটি কোটি টাকার বই বিক্রি হবে না বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরো জানা যায় যে, নোয়াখালীর চৌমুহনী ও ঢাকা বাংলাবাজারের কতিপয় প্রকাশকের যোগসাজশে নকল সাহিত্য বই ২টি প্রশাসনের মাঝে লুকিয়ে থাকা এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রিন্ট করে দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়েছে। সম্প্রতি এসব নকল বই ২টির ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বিক্রি না করার জন্য বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কেন্দ্র থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সকল সদস্যদের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এ হুঁশিয়ারি পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। বৃহত্তর নোয়াখালীর ৩টি জেলাতে নকল বই দুটি অবাধে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি হচ্ছে।

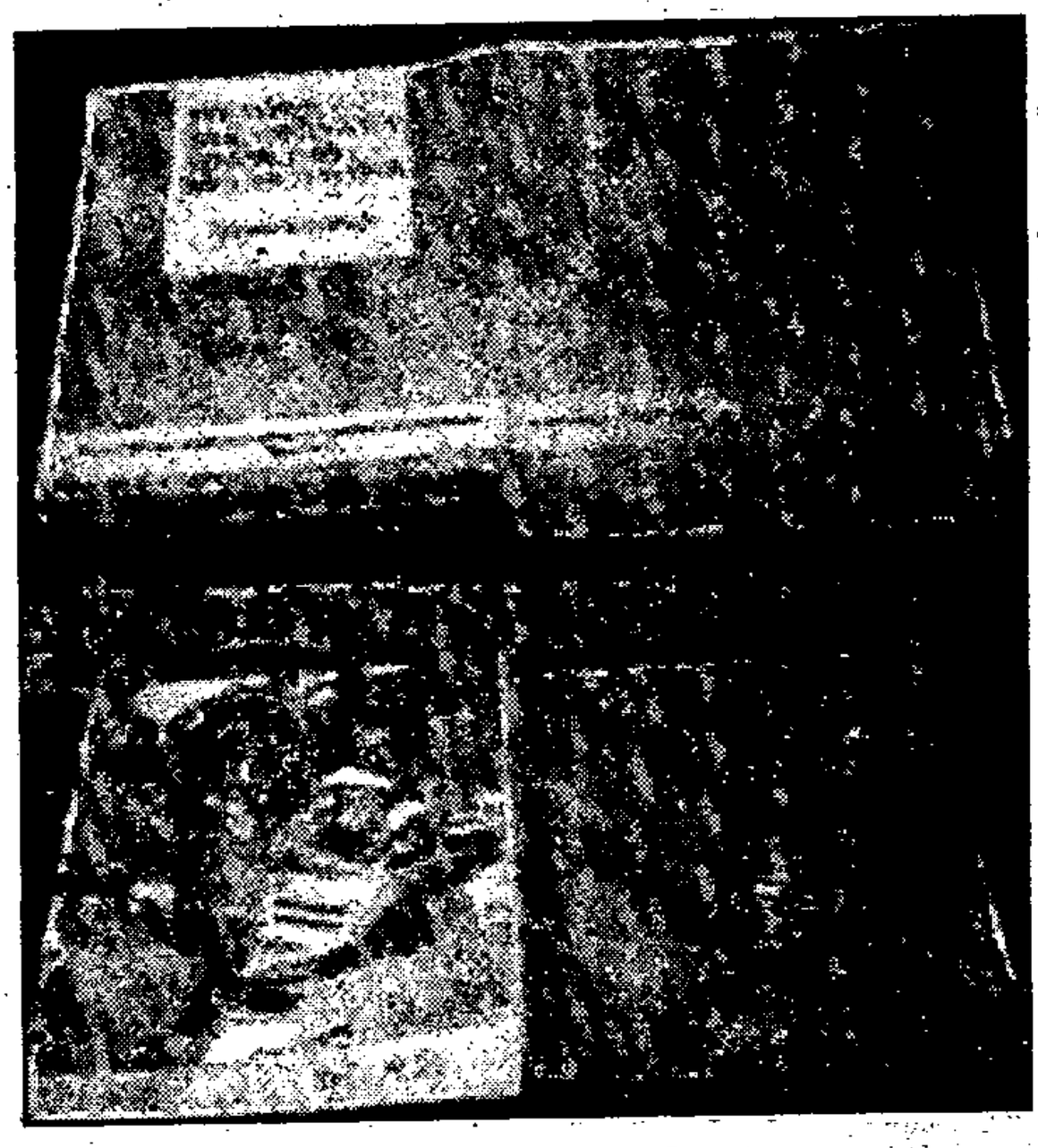

লক্ষ্মীপুর ঃ বাজারে বিক্রি হচ্ছে এ নকল বইগুলো — সংবাদ